স্বপ্নের ক্যারিয়ার গ্রাফিক্স মাল্টিমিডিয়া

ইদানিং অনেকেই পেশা হিসেবে মাল্টিমিডিয়ার প্রতি আগ্রহী হচ্ছেন। কিন্তু আইটি সেক্টরের অন্যান্য পেশার চেয়ে এই পেশাটি অনেকখানিই ভিন্ন। এতে শুধু দক্ষতাই নয় প্রয়োজন হয় নান্দনিকতারও। আর মাল্টিমিডিয়া পেশাজীবীদের মধ্যে রয়েছে আইটির ক্ষেত্রের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপকতা।

গ্রাফিক্স ডিজাইন ঃ

স্থিরচিত্রই হলো গ্রাফিক্স ডিজাইনের প্রারম্ভিক বিষয়। এটিকে পেশা হিসেবে নিতে চাইলে একজনের প্রথমেই থাকতে হবে ডিজাইন সম্পর্কে ধারণা। যাকে অনেকেই বলে নান্দনিকতার কমনসেন্স। খুব সহজ একটা ধারণা হতে পারে পোশাকের ক্ষেত্রে– কোন শার্টের সাথে কোন প্যান্ট পরলে কেমন হবে এই ধারণাকেই বলা হয় নান্দনিকতার কমনসেন্স। এর সাথে প্রয়োজন ফাইন আর্টস অর্থাৎ চারুকলার ব্যাকগ্রাউন্ড।

চারুকলার ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকলেও তা পুষিয়ে নেয়া সম্ভব ফ্রাকটাল ডিজাইন চর্চার মাধ্যমে। এটি করার জন্য বেশ কিছু সফটওয়্যার রয়েছে। তার মধ্যে পেইন্টার ৫ কিংবা ৫.৫ ই আমাদের এখানে বেশি

আইটি ক্যারিয়ার

ব্যবহৃত হয়। আর ডিজাইন করার জন্য যে সফটওয়্যারগুলো বেশি ব্যবহৃত হয় সেগুলো হলো এডোবি ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর এবং কোরাল ড্র।

একটা কথা মনে রাখা এখানে অত্যন্ত জরুরী যে, কোন একটি বা দু'টি সফটওয়্যার জানাটাই গ্রাফিক্স ডিজাইনার হবার মূল চাবিকাঠি নয়। বরং এই সমস্ত ধাপ পর্যায়ক্রমে অতিক্রম

করাটাই এখানে মুখ্য। এর সাথে থাকতে হবে ইমেজ এডিটিং সম্পর্কিত ধারণা। এসব বিষয়ের সাথে যুক্ত করতে হবে কালার কনসেপ্ট ও ভিজুয়ালাইজেশন টেকনিক। আর গ্রাফিক্স ডিজাইনার হলে তৈরি করা সম্ভব বিজ্ঞাপন, পোস্টার, প্রচ্ছদ ইত্যাদি বিভিন্ন স্থিরচিত্র।

মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন ঃ

মাল্টিমিডিয়া সিডি, মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন, কোন কোম্পানীর ডিজিটাল প্রোফাইল, মাল্টিমিডিয়া নির্ভর ওয়েব সাইট এসবই এই শ্রেণীভুক্ত। মূলত এখানে কাজ একই। শুধু আউটপুটের বিভিন্নতাই এ শ্রেণীর ভেতর এতগুলো উপশ্রেণীর জন্ম দিয়েছে। মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টশন স্পেশালিস্ট হতে চাইলে প্রাথমিক শর্তই হলো গ্রাফিক্স ডিজাইনার অথবা ন্যূনতম গ্রাফিক্স ডিজাইন সম্পর্কিত কনসেপ্ট থাকতে হবে। মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টশন তৈরীতে যেসব সফটওয়্যার প্রফেশনালভাবে ব্যবহৃত হয় সেগুলো ম্যাক্রোমিডিয়া ফ্ল্যাশ ও ম্যাক্রোমিডিয়া ডিরেক্টর অন্যতম।

এডিটিং ঃ

অডিও ও ভিডিও দু'ধরনের এডিটিংয়ের উপর নির্ভর করে দু'ধরনের প্রফেশনাল হবার সুযোগ রয়েছে এখানে। অডিও এডিটিংয়ের প্রোফেশনালরা সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন বিভিন্ন রেকর্ডিং স্টুডিওতে। বিশ্বব্যাপী একাজে যেসব সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো সাউন্ড কোর্স। ভিডিও এডিটিংয়ের মধ্যে বিভিন্ন ভিডিও ক্লিপের অডিও-ভিডিও সমন্বয়, স্পেশাল ইফেক্ট ব্যবহার রেকর্ডিংয়ের মান বাড়ানো জাতীয় কাজগুলো করার দরকার হয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় এডোবি প্রিমিয়ার ও প্লাগইন হিসেবে এডোবি আফটার ইফেক্টস।

মডেলিং ও এনিমেশন ঃ

মাল্টিমিডিয়া নির্ভর কাজগুলোর মধ্যে মডেলিং অর্থাৎ 2D ও 3D মডেলিং আরেকটি শাখা। 2D মডেলিংয়ের ক্ষেত্রে চিত্র শিল্পী হওয়া একটি অত্যাবশ্যকীয় দাবী। কেননা, এখানে অবজেক্টকে আঁকার প্রয়োজন হয়।

বিশ্বব্যাপী যেসব কার্টুন প্রদর্শিত হয়, তার সবগুলোই 2D মডেলিং ও এনিমেশন। 3D-র ক্ষেত্রে পারস্পেকটিভ বোঝাটা খুব জরুরী। অর্থাৎ একটি বস্তুর সামনে, পেছনে, ডানে, বামে, উপরে, নীচের চেহারা কেমন হবে এটা বুঝতে হবে। মূলত কোন একটি বস্তু তৈরি করা হল মডেলিং আর সেটিকে নাড়ানোর কাজটি হলো রেন্ডারিং। আর এ দু'টির সমন্বয়ে যেটি তৈরি হয় সেটিই এনিমেশন। থ্রিডি মডেলিং ও এনিমেশনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় যে সফটওয়্যারগুলো তার মধ্যে ইনফিনিডি, থ্রিডি স্টুডিং ম্যাক্স ও মায়া অন্যতম।

স্পেশাল ইফেক্ট ঃ

মূলত বিভিন্ন নাটক, সিনেমায় যেসব অতি প্রাকৃত দৃশ্য তৈরি করা হয় সেগুলোই স্পেশাল ইফেক্টের কারিগরি। হলিউডের টাইটানিক, স্পাইডারম্যান ছবি দেখলেই বোঝা যায় স্পেশাল ইফেক্টে কি ধরনের কাজ করতে হয়। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে এ বিষয় কাজ যেমন দেখা যায় না- তেমনি শেখারও খুব একটা সুযোগ নেই। আর স্পেশাল ইফেক্টের জন্য এতদিন হলিউডের বিভিন্ন স্টুডিও বিভিন্ন নিজস্ব সফটওয়্যার ব্যবহার করলেও বর্তমানে একাজে মায়াই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

❑ মোঃ মারুফ হোসেন

জেনে নিন - কম্পিউটারের টুকিটাকি

✍ এ্যারিথম্যাটিক লজিক্যাল ইউনিট

একে কম্পিউটারের ক্যালকুলেটর বলা যেতে পারে। অর্থাৎ যে কোনো ইমপুটের বিভিন্ন রকমের হিসাব নিকাশ যেমন-যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি করা এবং বিভিন্ন লজিক্যাল অপারেশন যেমন-Or, And, Not ইত্যাদি সম্পাদন করে, বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌছানো এ্যারিথমেটিক লজিক্যাল ইউনিটের কাজ। এটি সিপিইউ-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

✍ সাইকেল টাইম/ডাটা ট্রান্সফার রেট

পর পর দু'বার কম্পিউটারের মেমরীতে প্রবেশের মধ্যে যে সংক্ষিপ্ত সময় থাকে তাই সাইকেল টাইম। অর্থাৎ মেমরীতে কোনো তথ্য পড়ে নেয়া বা লিখে নেয়ার জন্য যে সামান্য সময়ের প্রয়োজন হয় তাই সাইকেল টাইম। আর প্রতি সেকেন্ডে যত বেশী পরিমাণ তথ্য মেমরী থেকে অথবা মেমরীতে স্থানান্তরিত হয় সেটি ডাটা ট্রান্সফার রেট।

✍ ট্রান্সপিউটার

ট্রান্সপিউটার বা ট্রান্সসটার কম্পিউটার হচ্ছে খুবই উঁচুমানের মাইক্রোপ্রসেসর যা তৈরী করা হয়েছে মূলতঃ ইন্টার প্রসেস এবং ইন্টার প্রসেসর কম্পিউনিকেশন এবং VLSI টেকনোলজিতে আরো দক্ষতার সাথে কাজ করার জন্য। এক্সটারনাল লিংক হচ্ছে ট্রান্সপিউটারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যার ফলে মাইক্রোপ্রসেসর সিস্টেমগুলো কম খরচের এবং উঁচুমানের হয়।

❑ তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক